১। দেখিয়া অকূল দরিয়া, আতঙ্ক কাঁপিছে হিয়া।
আমার জীর্ণতরী, যায় ডুবিয়া, পালের দঁড়ি গেছে ছিঁড়ে।।
২। সুজন নেয়ে ছিল যারা, পারে গেল সবে তারা।
আমি হ'য়ে রলেম বহুরছাড়া, তুমি ত্বারাও আমায় এ দুরন্তরে।।
৩। তুমি যার পারের কাণ্ডরী, ডোবে না তার জীর্ণ তরী।
তোমার নাম নিয়া ধরলাম পাড়ি, দাঁড়াও এসে তরীর 'পরে।।
৪। দায়াল তোমার নামের বলে, পাষাণ ভাসিল জলে।
আমি ধরলাম পাড়ি হরি বলে, দয়াল তোমাকে কাণ্ডারী করে।।
৫। বলে গোঁসাই তারকচন্দ্র, সহায় যাঁহার গুরুচন্দ্র।
অশ্বিনী তোর কিসের সন্দ, তরী খোল তুই ডঙ্কা মেরে।।

১৬৭ নং তাল-একতালা

দেখা দাওহে দয়াল হরি, আমার নিদানের কালে।
আমি জনম ভরে কেঁদে ফিরি, ভাসি দু'নয়নের জলে।।
১। তৃষিত চাতকের মত, কাঁন্দি আমি অবিরত, তোমার বিহনে।
যদি না পাই দেখা, প্রাণ সখা, আমার জনম যাবে বিফলে।।
২। দিয়াছ দুঃখ মনের মত, আর আমারে কান্দাবে কত, পতকী বলে।
আমার দুঃখের পরে দুঃখ দিয়া ভাসাইওনা অকূলে।।
৩। যে হয় তোমার অনুগত, তারে কাঁদাও অবিরত,
ভাসাও দুঃখ সলিলে।
তুমি দুঃখ নিবারণ শ্রীমধুসূদন, আমায় কেন নিদয় হ'লে।।
৪। তারকচাঁদ কয় পাবি দেখা, থাকে যদি ভাগ্যে লেখা।
পাবি তাঁরে এক কালে।।
দয়াল মহানন্দের বাণী শোন্ অশ্বিনী,
তাঁর দেখা পাবি হৃদয় কমলে।